

নিরপেক্ষ ন্যায় (Categorical Syllogism)

অনুমানের প্রকারভেদ আমরা বিস্তারিতভাবে পূর্বে জেনেছি। এখন সময় হয়েছে ন্যায়ের বা যুক্তির প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনে নেওয়ার। ন্যায় দুরকমের হতে পারে। একটি নিরপেক্ষ ন্যায় এবং অপরটি হল সাপেক্ষ ন্যায়। যে ন্যায়ের সকল বচনই নিরপেক্ষ (Categorical Proposition) সেই ন্যায়কে নিরপেক্ষ ন্যায় বলে। অপরপক্ষে যে ন্যায়ের অন্ততঃপক্ষে একটি বচন সাপেক্ষ (Conditional Proposition) অর্থাৎ প্রকল্পিক বা বৈকল্পিক বচন সেই ন্যায়কে সাপেক্ষ ন্যায় বলে।

যেমন : কোন ধার্মিক ব্যক্তি নয় অসৎ।

কোন কোন ব্যবসায়ী হয় ধার্মিক ব্যক্তি।

∴ কোন কোন ব্যবসায়ী নয় অসৎ।

এটি একটি নিরপেক্ষ ন্যায়।

অপরপক্ষে, যদি ভাল বৃষ্টি হয় তবে ফসল ভাল হয়।

এ বছর ভাল বৃষ্টি হয়েছে।

∴ এ বছর ভাল ফসল হয়েছে।

সাপেক্ষ ন্যায়ের দৃষ্টান্ত।

আমরা জানি ভারতীয় ন্যায় বলতে যেমন পঞ্চ-অবয়বী
ন্যায়কে বলা হয়, তেমনি পাশ্চাত্য ন্যায় বলতে ত্রি-অবয়বী
ন্যায়কে বোঝায়।

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানী Copi-র মতে, নিরপেক্ষ ন্যায় হল
একটি অবরোহ যুক্তি যা তিনটি নিরপেক্ষ বচন নিয়ে গঠিত এবং
যেখানে তিনটি পদ ঠিক দু'বার করে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ পূর্বে
দেওয়া হয়েছে।

আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য :

- ১) ন্যায়ের হেতুবাক্য বা আশ্রয়বাক্যের সংখ্যা কেবল দুটি হবে, দুয়ের কমও নয়, আবার বেশীও হবে না।
- ২) হেতুবাক্য দুটির মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকবে।
- ৩) সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে অনধিক ব্যাপক হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয় হেতুবাক্যের সমান ব্যাপক বা কম ব্যাপক হবে, কখনও হেতুবাক্যের তুলনায় বেশী ব্যাপক হবে না।
- ৪) ন্যায়ে তিনটি পদ দুবার করে ব্যবহৃত হবে।
- ৫) ন্যায়ের সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে।
- ৬) ন্যায়ের বস্তুগত সত্যতা বিচার্য বিষয় নয়, আকারগত বৈধতাই ন্যায়ের মূখ্য আলোচ্য বিষয়।

*আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের গঠন প্রণালী : (Structure of standard-form categorical syllogisms)

আদর্শ আকারে নিরপেক্ষ ন্যায় বলতে বোঝায় সেই ন্যায়, যে ন্যায়ের যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্ত আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচন এবং যেগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী সাজান থাকে। নিরপেক্ষ ন্যায়ের বচনগুলি এবং বচনে ব্যবহৃত পদগুলির নামের সঙ্গে পরিচিত হলেই আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের গঠনের বিষয়টি আমাদের নিকট পরিষ্কৃত হবে।

একটি আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের সিদ্ধান্তটি একটি আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচন, যেখানে ন্যায়ে ব্যবহৃত তিনটি পদের মধ্যে দুটিকে দেখা যাবে। যে পদটি সিদ্ধান্তের বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় তার নাম সাধ্যপদ বা প্রধান পদ (Major term) এবং যে পদটি সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেটিকে পক্ষপদ বা অপ্রধান পদ (Minor term) বলে। আবার, যে পদটি উভয় আশ্রয়বাক্যে উপস্থিত কিন্তু সিদ্ধান্তে অনুপস্থিত তাকে বলে হেতুপদ বা মধ্যপদ (Middle term)। সাধ্যপদ, পক্ষপদ ও হেতুপদকে যথাক্রমে 'P', 'S' ও 'M' - এই তিনটি বর্ণের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই তিনটি বর্ণ প্রতীক বা সংকেতের কাজ করে। হেতুপদের মাধ্যমেই 'সাধ্য' ও 'পক্ষ' পদ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে ‘সাধ্য’ ও ‘পক্ষ’ পদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা পরিচয় থাকে না। হেতুপদটি মধ্যস্থ হয়ে এই দুটি অপরিচিত পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

ন্যায়ের তিনটি বচনেরও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যে যুক্তিবাক্যে ন্যায়ের সাধ্য পদটি উপস্থিত থাকে তাকে সাধ্য বা প্রধান যুক্তি বা আশ্রয়বাক্য (Major Premise) বলে।

যে যুক্তিবাক্যে ন্যায়ের পক্ষপদটি উপস্থিত থাকে তাকে পক্ষ যুক্তিবাক্য বা অপ্রধান যুক্তিবাক্য (Minor Premise) বলে। প্রধান ও অপ্রধান যুক্তিবাক্যের ভিত্তিতে যে বচনটি পাওয়া যায়, তাকে সিদ্ধান্ত (Conclusion) বলা হয়।

এবার আমরা নিরপেক্ষ ন্যায়ের ক্রমটি দেখে নিতে পারি। প্রথমে প্রধান যুক্তিবাক্য, তারপর অপ্রধান যুক্তিবাক্য ও সবশেষে সিদ্ধান্তকে রাখা হয়। সুতরাং, অতএব, (Therefore) ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা সিদ্ধান্তটিকে ব্যক্ত করা হয়।

আমরা প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানের ধারা-অনুযায়ী নিরপেক্ষ ন্যায়ের একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করতে পারি।

যেমন : কোন ধার্মিক ব্যক্তি নয় অসৎ ব্যক্তি।

কোন কোন ব্যবসায়ী হয় ধার্মিক ব্যক্তি।

∴ কোন কোন ব্যবসায়ী নয় অসৎ ব্যক্তি।

এই ন্যায়টির সিদ্ধান্ত হল, ‘কোন কোন ব্যবসায়ী নয় অসৎব্যক্তি’। সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ‘ব্যবসায়ী’ হল পক্ষ বা অপ্রধান পদ এবং ‘অসৎব্যক্তি’ হল সাধ্য বা প্রধান পদ ‘ধার্মিক ব্যক্তি’ প্রধান ও অপ্রধান যুক্তিবাক্যে উপস্থিত, কিন্তু সিদ্ধান্তে অনুপস্থিত। তাই এটি হল হেতু বা মধ্যপদ।

এখন সাধ্য বা প্রধানপদ ‘অসৎ’ উল্লিখিত উদাহরণে প্রথম যুক্তবাক্যটিতে উপস্থিত, সুতরাং এটিকে বলা হয় সাধ্য বা প্রধান যুক্তিবাক্য। উক্ত উদাহরণটিতে সাধ্য বা প্রধান যুক্তিবাক্যকে আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়মানুযায়ী প্রথমে রাখা হয়েছে। পক্ষ বা অপ্রধান পদ ‘ব্যবসায়ী’ দ্বিতীয় যুক্তিবাক্যটিতে উপস্থিত আছে। এটিকে বলা হয় পক্ষ বা অপ্রধান যুক্তিবাক্য। এটিকে আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ প্রধান যুক্তিবাক্যের ঠিক পরেই রাখা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তটি সর্বশেষে রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্তের পক্ষপদ আর সাধ্যপদের স্থান অর্থাৎ S ও P-র জায়গা নির্দিষ্ট, কারণ S সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে এবং P সিদ্ধান্তের বিধেয় স্থানে বসবে এইটি আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের নিয়ম। কিন্তু যুক্তিবাক্যগুলিতে S ও P-এর স্থান নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ S বা পক্ষপদ অপ্রধান যুক্তিবাক্যে কখনও উদ্দেশ্যের স্থানে আবার কখনও বিধেয় স্থানে বসে। আবার P-ও অর্থাৎ সাধ্যপদও প্রধান যুক্তিবাক্যে কখনও উদ্দেশ্য স্থানে আবার কখনও বিধেয় স্থানে বসে। M বা হেতুপদও দুটি যুক্তিবাক্যে কখনও উদ্দেশ্য আবার কখনও বিধেয় স্থানে বসে।

এবার আমরা ন্যায়ের পক্ষ, সাধ্য ও হেতুপদকে যথাক্রমে S, P ও M দিয়েই চিহ্নিত করব।

প্রধান যুক্তিবাক্য - $M + P$ (অথবা $P + M$)

অপ্রধান যুক্তিবাক্য - $M + S$ (অথবা $S + M$)

সিদ্ধান্ত - $S + P$

আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের সংস্থান (Figure of a Standard-form Categorical Syllogism):

নিরপেক্ষ ন্যায়ের যুক্তিবাক্য দুটিতে হেতুপদ বা মধ্যপদের (Middle term) অবস্থান অনুযায়ী ন্যায়ের যে আকার হয় তাকেই ন্যায়ের সংস্থান (Figure) বলে।

হেতুপদের অবস্থান অনুযায়ী আমরা চার রকমের সংস্থান পাই যা নিম্নরূপে আলোচনা করলাম -

১) প্রথম সংস্থানে হেতুপদটি প্রধান যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে বিধেয়ের স্থানে বসে।

সকল M হয় P ।

সকল S হয় M ।

∴ সকল S হয় P ।

M ————— P

S ————— M

∴ S ————— P

২) দ্বিতীয় সংস্থানে হেতুপদটি প্রধান যুক্তিবাক্য ও অপ্রধান যুক্তিবাক্য উভয় ক্ষেত্রেই বিধেয়ের স্থান অধিকার করে।

কোন P নয় M।

P ————— M

সকল S হয় M।

S ————— M

∴ কোন S নয় P।

∴ S ————— P

৩) তৃতীয় সংস্থানে হেতুপদটি প্রধান যুক্তিবাক্য ও অপ্রধান যুক্তিবাক্য উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করে।

সকল M হয় P।

M ————— P

কোন কোন M হয় S।

M ————— S

∴ কোন কোন S হয় P।

∴ S ————— P

৪) চতুর্থ সংস্থানে হেতুপদটি প্রধান যুক্তিবাক্যে বিধেয় এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করে।

সকল P হয় M।

P ————— M

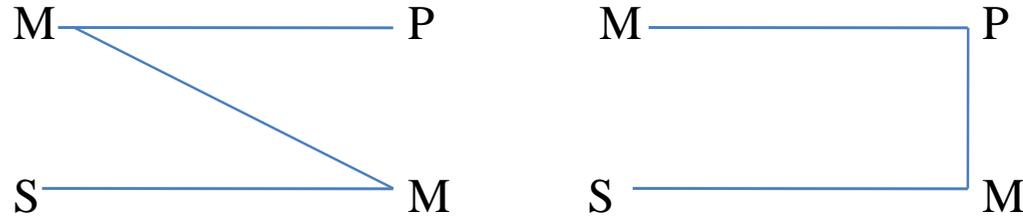
কোন M নয় S।

M ————— S

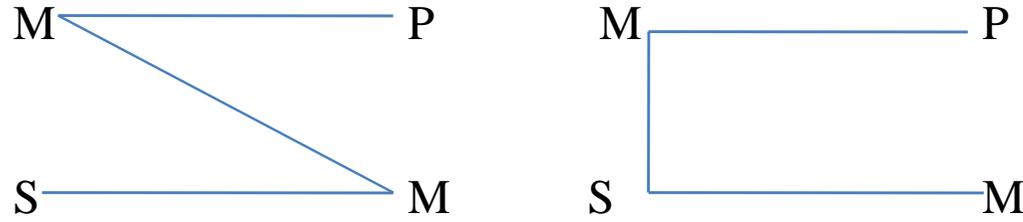
∴ কোন S নয় P।

∴ S ————— P

এই চারটি সংস্থানকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য অ্যারিস্টটল চারটি ছকের সাহায্যে সংস্থানগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যা নিম্নে দেখানো হয়েছে।



প্রথম সংস্থান(First Figure) দ্বিতীয় সংস্থান(Second Figure)



চতুর্থ সংস্থান(Fourth Figure) তৃতীয় সংস্থান(Third Figure)

দুটি সমান্তরাল রেখা দুটি হেতুবাক্যকে বোঝায়। আর যে রেখাটি সমান্তরাল রেখা দুটিকে যোগ করে তার দুই প্রান্তে থাকে মধ্যপদ।

আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের মূর্তি (The moods of a Standard-form Categorical Sillogism) :-

ন্যায়ের বচনগুলির গুণ ও পরিমাণ অনুসারে ন্যায়ের যে ভিন্ন ভিন্ন আকার হয় তাকে ন্যায়ের মূর্তি (Mood) বলে। ন্যায়ের মূর্তি গঠন করার জন্য ঐ ন্যায়ের সাধ্য যুক্তিবাক্য, পক্ষ যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্ত যে বচনগুলি দ্বারা গঠিত, সেই বচনের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে, যে প্রতীক অক্ষরগুলির দ্বারা বচনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়, সেইগুলি বচনের আগে বা পরে পর পর লিখে যেতে হবে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে সহজে বুঝে নিতে পারি।

(E) কোন ধার্মিক ব্যক্তি নয় অসৎ।

(I) কোন কোন ব্যবসায়ী নয় ধার্মিক ব্যক্তি।

∴ (O) কোন কোন ব্যবসায়ী নয় অসৎ।

এই যুক্তিটির প্রধান যুক্তিবাক্য E বচন, অপ্রধান যুক্তিবাক্য I বচন এবং সিদ্ধান্ত O বচন। সুতরাং এই ন্যায়ের মূর্তি নির্দেশ করতে গেলে সংক্ষেপে লিখতে হবে E,I,O। কিন্তু ন্যায়ের মূর্তির মাধ্যমেই ন্যায়ের আকারকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না; পরবর্তী দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে আরও সহজে বুঝে নিতে পারি।

(১)

(A) সকল ঔপন্যাসিক হয় লেখক

(I) কোন কোন খেলোয়াড় হয় লেখক

∴ (I) কোন কোন খেলোয়াড় হয়
ঔপন্যাসিক

(২)

(A) সকল ঔপন্যাসিক হয় লেখক

(I) কোন কোন ঔপন্যাসিক হয় এম. এ. পাশ

∴ (I) কোন কোন এম. এ. পাশ ব্যক্তি হয়
লেখক

উপরের দুটি निरपेक्ष न्याय-एर मूर्ति एकई अर्थां A, I, I किंतु एदेर आकार भिन्न। आमरा एदेर आकारेर भिन्नताके स्पष्टभावे तुले धरार जन्य उभय न्यायेर साध्यपद, पक्षपद ओ हेतुपदेर जन्य साधारणतः ये प्रतीक अक्षर व्यवहृत हय तार उल्लेख करते पारि। ताहले न्याय दुटिर आकार निम्नरूप हवे :-

(१)

(A)सकल P हय M

(I)कौन कौन S हय M

∴(I) कौन कौन S हय P

(२)

(A)सकल M हय P

(I)कौन कौन M हय S

∴ (I)कौन कौन S हय P

এখন দেখা যাচ্ছে, (১) নং ন্যায়ে হেতুপদ উভয় যুক্তিবাক্যে বিধেয়ের স্থানে বসেছে এবং (২) নং ন্যায়ে হেতুপদ উভয় যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে বসেছে, কাজেই মূর্তির উল্লেখ করে ন্যায়ের আকারকে আংশিকভাবে প্রকাশ করা যায় মাত্র; কেননা একই মূর্তি-বিশিষ্ট বিভিন্ন ন্যায় আকারের দিক থেকে পৃথক হতে পারে, যেমন আমরা উপরের দৃষ্টান্তে দেখি এই পার্থক্য হয় যুক্তিবাক্য দুটিতে বিভিন্ন অবস্থানের জন্য, যাকে আমরা আগেই ন্যায়ের সংস্থান বলে উল্লেখ করেছি।

কাজেই কোন ন্যায়ের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তখনই দেওয়া হবে যখন তার মূর্তি এবং সংস্থান দুটিরই উল্লেখ করা হবে। যেমন দ্বিতীয় সংস্থানে ন্যায়ের এই মূর্তির (সংক্ষেপে বলা যেতে পারে A, E, E -২)-এর আকার হবে নিম্নরূপ :-

(A) সকল P হয় M

(E) কোন S নয় M

∴ (E) কোন S নয় P

ন্যায়ের সম্ভাব্য মূর্তি(All possible different moods of Syllogism) :

কিন্তু প্রশ্ন হল ন্যায়ের সম্ভাব্য মূর্তির সংখ্যা কত হতে পারে ?
অর্থাৎ ন্যায়ের আকারের সম্ভাব্য সংখ্যা কত হবে ? চারটি সংস্থানে
মোট কতগুলি মূর্তি আমরা পেতে পারি ?

গুণ ও পরিমাণের সংযুক্ত ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বচন চার প্রকার
A, E, I এবং O । আর ন্যায়ের যুক্তিবাক্য হল দুটি।

ন্যায়ের মূর্তি বলতে যদি কেবলমাত্র যুক্তিবাক্যের গুণ ও
পরিমাণ দ্বারা নিরূপিত ন্যায়ের আকারের কথা বলা হয় তাহলে
প্রত্যেক সংস্থানে মোট ষোলটি মূর্তি পাওয়া যেতে পারে। ন্যায়ের দুটি
যুক্তিবাক্যের প্রত্যেকটি A, E, I এবং O - এই চার প্রকার বচনের
যে-কোন একপ্রকার বচন। সুতরাং যে-কোন একটি সংস্থানের সম্ভাব্য
জোড় হতে পারে ষোলটি।

যে-কোন একটি সংস্থানের ষোলটি মূর্তি নিম্নরূপ :

1) AA

5) EA

9) IA

13) OA

2) AE

6) EE

10) IE

14) OE

3) AI

7) EI

11) II

15) OI

4) AO

8) EO

12) IO

16) OO

প্রথম বচনটি প্রধান যুক্তিবাক্য এবং দ্বিতীয় বচনটি অপ্রধান যুক্তিবাক্য।
হেতুপদের অবস্থান অনুযায়ী ন্যায়ের চারটি সংস্থান হতে পারে। তাহলে মোট
 $১৬ \times ৪ = ৬৪$ মূর্তি পাওয়া সম্ভব।

আবার মূর্তি বলতে যদি দুটি যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ ও পরিমাণের
দ্বারা নির্ধারিত ন্যায়ের আকারকে বোঝানো হয় তাহলে উপরে ষোলটি মূর্তির
প্রত্যেকটি থেকে আবার চারটি করে মূর্তি হতে পারে। যেমন -

- | | | | |
|--------|--------|---------|---------|
| 1) AAA | 5) AEA | 9) AIA | 13) AOA |
| 2) AAE | 6) AEE | 10) AIE | 14) AOE |
| 3) AAI | 7) AEI | 11) AII | 15) AOI |
| 4) AAO | 8) AEO | 12) AIO | 16) AOO |

সুতরাং চারটি সংস্থানে $৬৪ \times ৪ = ২৫৬$ টি মূর্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

তবে ২৫৬টির মধ্যে অনেক মূর্তিকে অবৈধ (invalid) বলে বাতিল
করে দিতে হয়। মাত্র কয়েকটি মূর্তিকে বৈধ (valid) বলে গণ্য করা হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ